Book#18

"অবহেলা নয়"

"Don't Negligence"

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন [১] ,

أَن جَآءَهُ الْأَعْمٰى

কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি আসল।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكّٰىٓ

আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, --- সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত,

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرٰى

অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত [১]।

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى

আর যে পরোয়া করে না,

فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدّٰى

আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন।

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ

অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই,

وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ

অপরদিকে যে আপনার কাছে ছুটে এলো,

وَهُوَ يَخْشَىٰ

আর সে সশঙ্কচিত্ত,

فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

আপনি তার থেকে উদাসীন হলেন;

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী [১] ,

فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ

কাজেই যে ইচ্ছে করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,

فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

যা উন্নত, পবিত্র [১] ,

بِأَيْدِى سَفَرَةٍ

লেখক বা দূতদের হাতে [১]।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ

(যারা) মহাসম্মানিত ও নেককার।

সূরা সম্পর্কিত তথ্যঃ

এ সূরাটি সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর সাথে বিশেষভাবে জড়িত। তাঁর মা উম্মে মাকতুম ছিলেন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অন্ধ হওয়ার কারণে জানতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন এর একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞাসা করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গের সাথে আলোচনায় মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহল ইবনে হিশাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলিম হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর এভাবে কথা বলা এবং মামুলী প্রশ্ন নিয়ে তাৎক্ষনিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু পাক্কা মুসলিম ছিলেন এবং সদা সবর্দা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবীর এ বিরক্তি

প্রকাশ পছন্দ করলেন না। তিনি আয়াত নাযিল করে তার প্রতিকার করেন। [দেখুন: তিরমিযী: ৩৩২৮, ৩৩৩১, মুয়াত্তা মালেক: ১/২০৩]

_____

[১] عبس শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। تولى শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। [জালালাইন|

নামকরণ:

عَبَسَ আবাসা শব্দের অর্থ ভ্রুকুঞ্চিত করা বা মুখ ভার করা। প্রথম আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরায় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে:

যেমন সমাজের দুর্বল মানুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রভাব ও বিত্তশালীদের প্রতি মনোনিবেশ করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিরস্কার করা, কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যদার বর্ণনা কয়েকটি নেয়ামতের দিকে ভাবনার দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ এবং আখিরাতের ভাল মন্দের প্রতিদান ইত্যাদি।

১-১৬ নম্বর আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

সূরাটি সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা নাবী (সাঃ) কুরাইশ নেতাদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন এ আশায় যে, হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় হঠাৎ ঐ মাজলিসে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ) উপস্থিত হয়ে বলেন : হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাঃ) ! আমাকে সঠিক পথ দেখান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটু বিরক্তি ভাব পোষণ করে তার থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেন। তাই নাবী (সাঃ)-কে সতর্ক করে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী সূরা আবাসার তাফসীর)

আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ) অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (ইবনু কাসীর) আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খুবই সমাদর করতেন। (মুসনাদে আবূ ইয়ালা হা. ৩১২৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধে যাওয়াকালে তাকে প্রায়ই মদীনার প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর, ওহুদ ও বিদায় হাজ্জসহ মোট ১৩ বার মদীনা ত্যাগকালে তাকে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যান। (ইবনু হাজার, আল ইসাবাহ হা. ৫৭৫৯) বেলাল তাহাজ্জুতের আযান দিতেন আর আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ফযরের আযান দিতেন। (সহীহ বুখারী হা. ৬১৭) এসব ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে বিশেষ মর্যাদা দানের ফল। এ মর্যাদার কারণ হল তার শানে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল হওয়া।

এ ধরণের দরিদ্র কয়েকজন সাহাবীর ব্যাপারে আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে যারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে থাকতেন। মক্কার কাফিররা তিরস্কার করে বলত : হে মুহাম্মাদ! এ লোকগুলোকেই কি আল্লাহ তা'আলা বেছে নিয়ে আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছেন? আর আমরা এদের আনুগত্য করব? এদের সরিয়ে দিন। তাহলে আমরা আপনার অনুসারী হতে পারি। তখন সূরা আন'আমের ৫২-৫৩ নম্বর আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ)

"যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত কর না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমারও কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে; করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?" (সূরা আন'আম ৬: ৫২-৫৩)

الْأَعْمٰى অন্ধ ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম।

(وَمَا يُدْرِيْكَ) অর্থাৎ

أي شئ يجعلك عالما بحقيقة أمره؟

কোন্ জিনিস তোমাকে তার প্রকৃত ব্যাপার অবগত করেছে? অর্থাৎ তুমি তার প্রকৃত ব্যাপার জাননা।

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করছে, নাবী (সাঃ) গায়েব জানতেন না। তিনি কেবল ততটুকুই জানতেন যতটুকু তাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানানো হত। আর এও প্রমাণ করে যে, তিনি দীনের কোন বিধান লুকাননি। যদি গোপন করতেন তাহলে তাঁকে তিরস্কারমূলক আয়াতগুলো গোপন করতেন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন: যে ব্যক্তি বলবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার দীনের কোন কিছু গোপন করেছেন সে তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করবে।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন : নাবীদেরকে যারা নিষ্পাপ মনে করে না, তারা এ ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ করে নাবী (সাঃ)-কে গুনাহগার বানাতে চায়। অথচ এটি কোন গুনাহর বিষয় নয়। কেননা এ অন্ধ সাহাবী পূর্ব থেকেই মুসলিম ছিলেন।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শীয়াদের দাবী মিথ্যা, বানোয়াট। কেননা তারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে যে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাকে 'মুসহাফে ফাতেমা' বলা হয় তা এ কুরআনের চাইতে তিনগুণ বড় এবং বর্তমান কুরআনের একটি হরফও সেখানে নেই। (আশ শীয়া ওয়াস সুন্নাহ, ইহসান ইলাহী জহীর, পৃ : ৮০-৮১)

(مَنِ اسْتَغْنٰى)

অর্থাৎ যারা তোমার হিদায়াত থেকে বিমুখ হয়, তোমার হিদায়াত প্রয়োজন মনে করে না, অথচ তুমি তাদের নিয়েই ব্যস্ত। হিদায়েতের মালিক তুমি নও বরং তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া, তুমি তাই কর।

(وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى)

অর্থাৎ তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। সুতরাং এই শ্রেণির কাফিরদের পেছনে পড়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

(كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি যে কাজ করেছো তা উচিত হয়নি। এ সূরা তোমার ও যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য শিক্ষা। অতএব আগামীতে যেন এরূপ না হয়। (তাফসীর মুয়াসসার)

তাই দাওয়াতী কাজে গরীব-মিসকীন ও নিম্নশ্রেণির মানুষ উপেক্ষা করে চলা আদৌ উচিত নয়। কারণ কার ভাগ্যে হিদায়াত আছে আর কার দ্বারা ইসলামের উপকার হবে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না।

(فَمَنْ شَاْءَ ذَكَرَهٗ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট সত্যের দাওয়াত পৌঁছেছে এখন সে ইচ্ছা করলে যেন সত্য কবুল করতঃ আমল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَاْءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاْءَ فَلْيَكْفُرْ)

"বল: 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক ও যার ইচ্ছা কুফরী করুক।" (সূরা কাহফ ১৮: ২৯)

অতঃপর এ উপদেশবাণীর অবস্থান ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ)

বা সম্মানিত সহিফা অর্থাৎ লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ যার মর্যাদা সুউচ্চ এবং যা সকল প্রকার নাপাকি ও কম-বেশি থেকে পবিত্র।

(بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ) سافر

এর অর্থ হলো: দূত। ইমাম বুখারী ও ইবনু জারীরসহ অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে سفرة হলো ফেরেশতা। আর এটাই সঠিক। (ইবনু কাসীর) অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলদের মাঝে দূতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

(كِرَامٍ بَرَرَةٍ)

অর্থাৎ কুরআন বহনকারী ফেরেশতারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং কাজকর্ম, কথায় পূত পবিত্র ও উত্তম। তাই প্রতিটি মু'মিন যারা কুরআনের ধারক বাহক তাদের এমন চরিত্রের অধিকারী হওয়া দরকার। আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন :

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং সে তাতে সুদক্ষ সে কিরামিম বারারাহ বা সম্মানিত পূন্যবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু কষ্টের সাথে (পড়তে গেলে আটকে যায়) তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। (সহীহ মুসলিম হা. ৭৯৮)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম <-এর ফযীলত জানতে পারলাম।

২. যারা সাগ্রহে দীন গ্রহণ ও শিক্ষা নিতে চায় তাদেরকে সে বিষয়ে সময় ও সুযোগ করে দেয়া আবশ্যক তিনি যেই হোক না কেন।

৩. কুরআনের ধারক-বাহকদের কেমন চরিত্রের অধিকারী হওয়া উচিত তা জানতে পারলাম।

৪. কুরআন তেলাওয়াতকারীদের ফযীলত জানলাম।

قُتِلَ الْإِنسٰنُ مَآ أَكْفَرَهُ

মানুষ ধ্বংস হোক! কোন্ জিনিস তাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করল?

مِنْ أَيِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ

তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

শুক্রবিন্দু থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন [১] ,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

অতঃপর তিনি (উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে জীবনে চলার জন্য) তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।

ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ

অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার জীবিত করবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ

না, মোটেই না, আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তা সে এখনও পূর্ণ করেনি।

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ

মানুষ তার খাদ্যের ব্যপারটাই ভেবে দেখুক না কেন।

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا

নিশ্চয় আমরা প্রচুর বারি বর্ষণ করি,

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

তারপর যমীনকে বিদীর্ণ করে দেই,

فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا

অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি-শস্য,

وَعِنَبًا وَقَضْبًا

আঙ্গুর, শাক-সব্জি,

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا

যয়তূন, খেজুর,

وَحَدَآئِقَ غُلْبًا

আর ঘন বৃক্ষ পরিপূর্ণ বাগবাগিচা,

وَفٰكِهَةً وَأَبًّا

আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা।

مَّتٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعٰمِكُمْ

এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য [১]।

১৭-৩২ নম্বর আয়াতের তাফসীর:

যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার ও অভিশাপ করে বলছেন যে, কাফির ব্যক্তিদের ওপর অভিশাপÑতারা কতই না অকৃতজ্ঞ ও নিমক হারাম। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন: এর অর্থ এটাও হতে পারে

أي شئ جعله كافرا

কোন্ জিনিস তাকে কাফির বানালো? অথচ তার খেয়াল করা উচিত, তাকে এক বিন্দু বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার আয়ু, রিযিক, আমল সবকিছু নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, তার পরেও কি তার এরূপ কুফরী করা শোভা পায়?

(ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ)

অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করার পর ভাল-মন্দের পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا)

"আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, এরপর হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, নয়তো হবে অকৃতজ্ঞ।" (সূরা দাহ্র ৭৬: ৩)

তারপর তার আয়ু শেষ হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মৃত্যু দান করেন এবং তাকে কবরস্থ করেন। যাতে মানুষের সম্মান হানি না হয়। কেননা যদি কবরস্থ না করা হয় তাহলে হিংস্র পশু পাখি লাশ ছিঁড়ে ফেড়ে খাবে ফলে মানুষের যে সম্মান তা থাকবে না।

কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ বলেছেন : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন।

(ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهٗ)

অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর যখন ইচ্ছা তখন তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ)

"আর তাঁর দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে (অন্যতম) এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর এখন তোমরা মানুষ সব জায়গায় বিস্তার লাভ করেছ।" (সূরা রূম ৩০: ২০)

(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهٗ)

অর্থাৎ কাফিররা যেমন বলে থাকে বিষয়টি তেমন নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের যে ঈমান আমলের নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা পালন করেনি। (তাফসীর মুয়াসসার)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সকল নেয়ামত দান করেছেন তার কয়েকটি উল্লেখ করে মানুষকে তার দিকে চিন্তার দৃষ্টিতে তাকানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলোর দিকে মানুষ চিন্তার দৃষ্টিতে তাকালে সহজেই আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারবে।

غُلْبً অর্থ ঘন বৃক্ষ, أَبًّا অর্থ এমন তৃণলতা যা চতুষ্পদ প্রাণী খায়। এজন্যই বলা হয়েছে, এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুদের উপভোগের জন্য।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানুষ যদি তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করে তাহলে কখানো আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করত না।

২. মৃত্যুর পরেও মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করলে তাঁকে চেনা যায়।

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّآخَّةُ

অতঃপর যখন (কিয়ামতের) ধ্বংস-ধ্বনি এসে পড়বে। [১]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে,

وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ

তার মা, তার বাপ,

وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ

তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে,

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে [১]।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ

সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে,

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

সহাস্য ও প্রফুল্ল,

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

পক্ষান্তরে বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি-ধূসর।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ

সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

তারাই আল্লাহকে প্রত্যাখ্যানকারী, পাপাচারী।

৩৩-৪২ নম্বর আয়াতের তাফসীর:

কিয়ামত দিবসে মানুষের যে অবস্থা হবে যেমন একজন অন্যজন হতে পলায়ন করবে, কেউ কাউকে দেবে না, সে কথাসহ দু'শ্রেণির মানুষের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে যাদের একশ্রেণির চেহারা উজ্জ্বল হবে আরেক শ্রেণির চেহারা হবে ধূলায় ধূসরিত।

الصَّاخَّةُ কিয়ামতের একটি অন্যতম নাম। কিয়ামতকে الصَّاخَّةُ বা শ্রবণশক্তি হরণকারী ধ্বংস ধ্বনি এ জন্য বলা হয় যে, এটা অতি ভয়ংকর আওয়াজের সাথে সংঘটিত হবে এবং তা কর্ণকে বধির করে ফেলবে।

[১] প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং পিতা মাতা স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছ থেকে সেদিন মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। [কাতাদা: দেখুন, ইবন কাসীর] হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে। একথা শুনে তার পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। [নাসাঈ: ২০৮৩, তিরমিযী: ৩৩৩২, ইবনে মাজাহঃ ৪২৭৬, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৯]।

(لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ....)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির এমন অবস্থা হবে যার কারণে সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَي بَعْضٍ؟ فَقَالَ : الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ

তোমাদেরকে হাশর করানো হবে নগ্ন পায়ে, হেঁটে হেঁটে, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। আয়িশাহ (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের একজন কি অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : কিয়ামতের বিষয় এত কঠিন যে, তার দিকে মানুষ মনস্থও করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী হা. ৬৫২৭) অন্য বর্ণনায় রয়েছে তখন নাবী (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন। (তিরমিযী হা. ১১৬৪৭, সহীহ।)

(ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ)

সহাস্য ও প্রফুল্ল। তাদের অন্তরের খুশির কারণে চেহারা এরূপ প্রফুল্ল হবে। যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তাদের এরূপ উজ্জ্বল চেহারা হবে।

غَبَرَةٌ ধূলায় ধূসর। ترهقها অর্থ غشاها বা আচ্ছন্ন করে নেবে। অর্থাৎ যারা কাফির ও পাপাচারী তাদের চেহারা এরূপ হবে।

(الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ)

অর্থাৎ তাদের অন্তর কাফির আর কাজকর্ম খারাপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)

"তুমি যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং যারা জন্ম লাভ করবে তারা হবে দুষ্কৃতকারী ও কাফির।" (সূরা নূহ ৭১: ২৭)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কিয়ামতের দিন ভাই তার ভাইয়ের থেকে, পিতা-মাতা তার সন্তান থেকে পলায়ন করবে।

২. কিয়ামতের দিন এমন পরিস্থিতি হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

৩. ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের চেহারা কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও হাসিখুশি হবে।

৪. যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে তাদের চেহারা ধূলায় ধূসরিত হবে।